ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন বিষয়ে উন্মুক্ত বিতর্ক হওয়া উচিত

সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলিকে অবমুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এ সংক্রান্ত ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয় গত ২৫ মার্চ। সম্প্রতি এই কমিটির প্রধান ইউজিসি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত দেখা করিয়াছেন। এই প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কলেজগুলিকে অবমুক্ত করিয়া ইহা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তোলা হইবে। প্রধানমন্ত্রীর এরূপ ঘোষণার পর ১৭৫০টি কলেজের ১০ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। দেড় যুগের পর কলেজগুলিকে ছয়টি বিভাগীয় শহরের ছয়টি সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। যাহারা ইহার বিরোধিতা করিতেছেন তাহারা বলিতেছেন, ইহার মাধ্যমে মফস্বলের কলেজগুলির শিক্ষার মান আরো পড়িয়া যাইবে। আবার যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হইবে সেখানকার কোন কোন কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে তেমনভাবে সমর্থন করিতেছেন না। আমরা মনে করি, এই ধরনের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সার্বিক প্রতিক্রিয়া যাহাতে ব্যাপক না হয়, এজন্য বিষয়টি সম্পর্কে সরকারকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। ইহার ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৭৫০টি কলেজের দায়িত্বভার অর্পিত হয় এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। ইহার আগে সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধিভুক্ত কলেজগুলি নিয়া যথেষ্ট বিপাকে ছিল। সেখানকার কর্তৃপক্ষকে এতগুলি কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করিতে গিয়া হিমশিম খাইতে হইত এবং যে কারণে দেখা দিত সেশনজট। ইহাতে ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হইত মারাত্মকভাবে। ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় হিসাবেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু এখন পুরোপুরিভাবে পূর্বের ব্যবস্থায় ফিরিয়া গেলে স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর আবার বাড়তি ঝামেলা ও অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হইবে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যাপকতা ও কর্মপরিধি এতটাই বিস্তৃত হইয়াছে যে, এরূপ সিদ্ধান্তের ফলে এসব প্রতিষ্ঠানকে আবার হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতির মুখে পড়িতে হইতে পারে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৭৫০। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা দেড় সহস্রাধিক। ইহাছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাইয়াছেন ৭৮ জন শিক্ষক। এ ধরনের বড় একটি সিদ্ধান্তে তাহাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আমরা স্বীকার করি, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ ও নানা অপকর্মের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি এখন যথেষ্ট নিম্নমুখী। কিন্তু ইহাকে গতিশীল ও উন্নত করিতে অতীতে যে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই ইহাও অসত্য নয়। ১৯৯২ সালের ২০ অক্টোবর প্রকাশিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭ নম্বর আইনে ইহাকে সুস্পষ্টভাবে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই বিকেন্দ্রীকরণ দেড় যুগেও সম্পন্ন হয় নাই। বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে ইহার শাখা ক্যাম্পাস বা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইলে এই প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর ভূমিকা পালন করিতে পারিত নিঃসন্দেহে। এখনও ইহার উন্নতি করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সবচাইতে বড় কথা হইল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙা বা পুনর্গঠনের ব্যাপারে জাতীয় সংসদেই আলোচনা হওয়া উচিত। জাতীয় সংসদকে পাশ কাটাইয়া বড় ধরনের বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট সরকারের এরূপ সিদ্ধান্তে নাখোশ। বিশ্ববিদ্যালয়েও মামলা-মোকদ্দমাসহ আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা বিরাজ করিতেছে। তাই সমস্যার গভীরে যাইতে হইবে।

সরকার ভারতের জওহরলাল নেহরু বা অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আদলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন করার কথা ভাবিতেছেন। ইহার মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি গবেষণাধর্মী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, যেখান হইতে কেবল এমফিল, পিএইচডি ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেওয়া সম্ভব হইবে। সরকারের এইরূপ চিন্তা-ভাবনা অত্যন্ত মহৎ ও ইতিবাচক। ইহাকে আমরা সমর্থন করিলেও অধিভুক্ত কলেজগুলিকে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অঙ্গীভূত করার পক্ষপাতী নই। এক্ষেত্রে অধিভুক্ত কলেজগুলিকে ৬টি বিভাগের ৬টি প্রাচীন ও বিখ্যাত কলেজ যেমন-সিলেটের এমসি কলেজ, বরিশালের বিএম কলেজ, খুলনার বিএল কলেজ, রংপুরের কারমাইকেল কলেজ বা রাজশাহী কলেজ, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ ও ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজকে পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরপূর্বক তদসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে মফস্বল ও তৃণমূল পর্যায়ের কলেজ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের আপত্তি থাকিবার কথা নয়, বরং নূতন বিশ্ববিদ্যালয় পাইয়া তাহারা সন্তুষ্টই থাকিবেন। এদিকে সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে যেভাবে দেখিতে চাহিতেছেন তাহার বাস্তবায়নও সহজ হইবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বও গ্রহণ করিবে। নামকরা শিক্ষকগণ আসিয়া এখানে সম্মিলিতভাবে গবেষণা কর্মে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করিবেন। আর ইউজিসি (ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন) কেবল অনুমোদন ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে উন্মুক্ত আলোচনা ও বিতর্কের আয়োজন করা যাইতে পারে।